রাজ্যে | রাজ্যে

রাস্তায় সাইকেল নিষিদ্ধ করতে আগ্রহী নয় কেন্দ্র : গড়করি

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ : রাস্তায় সাইকেল নিষিদ্ধ করতে সরকার উদ্যোগী হবে না বলে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতীন গড়করি। সরকার দূষণ কমাতে চায়, আর এজন্যই সাইকেল কোনওভাবেই নিষিদ্ধ করা হবে না। বরং মানুষ যাতে আরও বেশি সংখ্যায় সাইকেল ব্যবহার করেন, তাতে উৎসাহ দেবে কেন্দ্র। একটি সংসদীয় কমিটি দুর্ঘটনা ঠেকাতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সব রাস্তায় মোটরচালিত নয়, এমন পরিবহণ বন্ধ করবে বলে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে সম্প্রতি খবর প্রকাশিত হয়েছে। আর এরপরেই দেশজুড়ে সাইকেল নিষিদ্ধ হওয়ার কথা শোনা যায়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ নিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে গড়করি স্পষ্ট ভাষায় সাইকেল নিষিদ্ধ করা হবে না বলে জানিয়ে দেন।

বরং সাইকেল তৈরির জন্য বিশেষ পরিকাঠামোর উপর জোর দিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী বলেছেন, দূষণ ঠেকাতে সবচেয়ে ভাল পরিবহণ হল সাইকেল। এজন্য সরকার দিল্লি-মিরাট এক্সপ্রেসওয়ে তৈরির সময় সাইকেল লেনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এছাড়া নাগপুর সহ বহু শহরেই সাইকেল চলাচলের জন্য তৈরি করা হচ্ছে স্পেশাল ট্র্যাক।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, সাইকেল নিষিদ্ধ করা দূরে থাক, বরং দেশের মানুষের কাছে তিনি যত বেশিসংখ্যক বাইসাইকেল ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করবেন। সম্প্রতি সংসদে পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটি মোটর ভেহিকেলস্ (সংশোধনী) বিল ২০১৬'র উপর একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। ওই বিলে সুপারিশ করা হয়েছে মেট্রো শহরগুলিতে জাতীয় সড়ক এবং প্রধান প্রধান রাস্তায় পথচারী ও মোটরচালিত নয়, এমন গাড়ি ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করতে হবে। এরপরই জাতীয় সড়কে সাইকেল চলাচলে আদৌ অনুমতি দেওয়া হবে কিনা, এ নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। কারণ বড় বড় রাস্তাগুলিতে সাইকেল চলাচল অনেক সময়ই পথ দুর্ঘটনার কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু গড়করি এদিন সাংবাদিকদের যা বলেছেন, তার থেকে পরিষ্কার স্ট্যান্ডিং কমিটি যানবাহন চলাচলে সাইকেল বিঘ্ন সৃষ্টি করে বলে যা বলছে, তা সত্ত্বেও সরকার সারা দেশেই সাইকেল চলাচলে উৎসাহ যোগাতে চায়। দূষণ কমাতেই এই ব্যবস্থা নিতে চায় সরকার।

শাহ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করল গুজরাত সরকার

গান্ধিনগর, ৩১ মার্চ : বিচারপতি এম ডি শাহ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করল গুজরাট সরকার। নরেন্দ্র মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় কমিশন তৈরি হয়। গুজরাট বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন চলছিল। অধিবেশনের শেষ দিন সকালে সভার কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলটি পেশ করা হয়। উপ-মুখ্যমন্ত্রী নীতীন প্যাটেল বিলকে পেশ করে বলেন, গুজরাট সরকার যে অত্যন্ত সৎ এবং দুর্নীতিপরায়ণ নয় এবং গুজরাটের মানুষের কাছে কিছুই লুকোনো নেই বলেই সরকার দ্রুত এই রিপোর্ট প্রকাশ করল।

৫,৫০০ পাতার রিপোর্টটিতে রয়েছে ২২টি ভলিউম। গত এক মাস ধরে গুজরাট বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন কংগ্রেস বার বার শাহ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের দাবিতে সভায় হইচই করেছে। সভার কাজ চলার সময় বাধা সৃষ্টি করেছে। সেজন্য কংগ্রেসের নিন্দা করে রাজ্য সরকার বলেছে, এই সরকার অত্যন্ত সৎ বলেই দ্রুত রিপোর্টটি প্রকাশ করল।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে তৈরি হয় কমিশন। দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল কমিশন। পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় বেআইনিভাবে শিল্পপতিদের জমি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ই কংগ্রেস এই অভিযোগ এনেছিল।

গত সপ্তাহে গুজরাটের উপ মুখ্যমন্ত্রী নীতীন প্যাটেল দাবি করেন, শাহ কমিশন নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আনা অধিকাংশ অভিযোগেরই কোনও সারবত্তা খুঁজে পায়নি। সেগুলির বেশিরভাগই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে নরেন্দ্র মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সে সময় কংগ্রেস মোদী ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে ১৪টি দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এনে রাষ্ট্রপতির হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। মূলত ওই স্মারকলিপিতেই সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম বি শাহকে নিয়ে তৈরি হয় শাহ কমিশন। কমিশন আগেই তাদের রিপোর্ট জমা দেয় সরকারের কাছে। কিন্তু গুজরাট সরকার রিপোর্টটি প্রকাশে টালবাহানা করছে বলে অভিযোগ করে কংগ্রেস।

ছদ্মনাম ব্যবহার করেও বিমানে উঠতে ব্যর্থ শিবসেনা সাংসদ

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ : বার বার তিনবার এয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে টিকিট কাটতে বাধ্য হলেন শিবসেনা সাংসদ রবীন্দ্র গাইকোয়াড়। প্রতিবারই তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। তবুও টিকিট পেতে সফল হননি। প্রসঙ্গত, এয়ার ইন্ডিয়ার এক কর্মীকে জুতোপেটা করায় কার্যত সব বিমান সংস্থাই তাকে বয়কট করেছে। চলতি সপ্তাহে সংসদে যোগ দিতে শিবসেনা সাংসদ মুম্বই থেকে গাড়ি চালিয়ে দিল্লি আসেনা। কিন্তু বিষয়টিকে ভালভাবে নিচ্ছে না শিবসেনাও। তারাও মোদী সরকারের উপর এ নিয়ে চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। গাইকোয়াড়ের উপর থেকে বিমান সংস্থাগুলি নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে এই হুমকি। যদিও তাতেও এখন পর্যন্ত কাজ হয়নি।

তাই শিবসেনা কর্মীরা নানাভাবে গাইকোয়াড়ের জন্য টিকিট কাটার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ছদ্মনাম ব্যবহার করেও তার জন্য টিকিট কাটা সম্ভব হয়নি। চলতি সপ্তাহের গোড়াতে সেনার এক সদস্য এয়ার ইন্ডিয়ার কল সেন্টারে ফোন করে বুধবারের জন্য টিকিট বুক করতে চান। মুম্বই থেকে দিল্লিগামী এ ওয়ান ৮০৬ বিমানের টিকিট চান তিনি। কল সেন্টার থেকে বিমানযাত্রীর নাম জানতে চাইলে বলা হয় রবীন্দ্র গাইকোয়াড়। বিমান সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, এয়ার ইন্ডিয়া কল সেন্টার তৎক্ষণাৎ ও টিকিট বাতিল করে দেয়।

এরপরই নানারকম ছদ্মনামের আশ্রয় নেয় দল। কিন্তু এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মীরাও প্রায় গোয়েন্দার মতোই তাদের যাবতীয় পরিকল্পনা ধরে ফেলেন। হায়দরাবাদ থেকে দিল্লিগামী এ ওয়ান ৫৫১ ফ্লাইটে একটি টিকিট বুক করা হয় অধ্যাপক ভি রবীন্দ্র গাইকোয়াড়ের নামে। কিন্তু সেই টিকিটটিও বাতিল হয়ে যায়।এরপর আরও একবার অর্থাৎ তৃতীয়বার চেষ্টা করেন শিবসেনা কর্মীরা। তারা নাগপুর থেকে ভায়া মুম্বই দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে টিকিট কাটার জন্য এক ট্রাভেল এজেন্টের শরণাপন্ন হন। সেখানেও তাঁর নাম বলা হয় প্রফেসর রবীন্দ্র গাইকোয়াড়। কিন্তু ট্রাভেল এজেন্টের নজর এড়ায়নি বিষয়টি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করেন লোকাল স্টেশন

ম্যানেজারের সঙ্গে। লোকাল স্টেশন ম্যানেজারই এই সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পাঠিয়ে দেন এয়ার ইন্ডিয়ার সদর দফতরে। ফলে এবারও বাতিল হয়ে যায় টিকিটটি। প্রসঙ্গত, এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ তাদের সব স্টেশন ম্যানেজার এবং বুকিং অফিসগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে, নিশ্চিত হওয়ার পরই রবীন্দ্র গাইকোয়াড়ের নামে কোনও ব্যক্তির টিকিট কাটতে। কারণ এখন শিবসেনা গাইকোয়াড়কে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে দিল্লি পাঠাতে মরিয়া। তবে সাংসদ যতক্ষণ না ক্ষমা চাইছেন ততদিন এই নজিরবিহীন পদক্ষেপ নেবে ভারতীয় উড়ান সংস্থাগুলি। দেশের ইতিহাসেও এই পদক্ষেপ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ সেনা-সাংসদ রবীন্দ্র গাইকোয়াড়কে এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মীকে জুতো পেটা করার অপরাধে প্রায় সব অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাই বয়কট করছে। তবে এ জিনিস কতদিন চলবে, তা এখনও বলা যাচ্ছে না। কিন্তু কর্মীদের মনোভাব যেরকম অনমনীয় ও অনড় তাতে বোঝা যাচ্ছে গাইকোয়াড়কে বিমানে চাপতে দিলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে।

নমামী ব্রহ্মপুত্র নদী উৎসবের সূচনা করলেন রাষ্ট্রপতি

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চ : শুরু হল দেশের বৃহত্তম নদী উৎসব নমামী ব্রহ্মপুত্র। পাঁচ দিন ধরে এই উৎসব চলবে অসমের গুয়াহাটিতে। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় শুক্রবার প্রদীপ জ্বালিয়ে গুয়াহাটির ফ্যান্সিবাজারের কাছে ব্রহ্মপুত্র নদের কাচামারি ঘাটে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। রাষ্ট্রপতি এদিনই দিল্লি থেকে অসমে এসে পৌঁছান। ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে রাষ্ট্রপতি লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার পরই সোজা উৎসবস্থলে চলে যান। প্রসঙ্গত, নমামী ব্রহ্মপুত্র এখনও পর্যন্ত দেশের বৃহত্তম নদী উৎসব।

পাঁচ দিন ধরে অনুষ্ঠানটি চলবে অসমের ২১টি জেলায়। এই জেলাগুলির মধ্যে দিয়েই বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র নদ। উৎসবটি উৎসর্গ করা হয় ব্রহ্মপুত্র নদকেই। কারণ ব্রহ্মপুত্র অসমের মানুষের জীবনধারা বয়ে নিয়ে চলে। অসমের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস, গানবাজনা, খাদ্য, পর্যটন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিকে এই উৎসবে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয় নানা উৎসবের মাধ্যমে। আগামী ৪ এপ্রিল পর্যন্ত উৎসবগুলি চলবে। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ছাড়াও হাজির ছিলেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে। অসমের রাজ্যপাল বনোয়ারিলাল পুরোহিত, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রবীণ সদস্যরা।

প্রসঙ্গত, ব্রহ্মপুত্র নদ বহুকাল ধরেই অসমের মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলেছে। সম্প্রতি এই নদের উৎসে চিন বাঁধ তৈরি করছে বলে জানা গেছে। দু'টি ক্ষেত্রেই দিল্লি প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছে। গত কয়েকবছর ধরেই শুরু হয়েছে নমামী ব্রহ্মপুত্র নদী উৎসব। এই উৎসব দেশের মধ্যে বৃহত্তম নদী উৎসব হিসেবে ইতিমধ্যেই পরিচিত পেয়েছে। নমামী ব্রহ্মপুত্র উৎসবকে ঘিরে অসমের সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচয় ঘটছে সব মানুষের। নদী যে মানুষের জীবনধারাকে বয়ে নিয়ে চলে, একটি নদী যে একটি দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও পরিচায়ক, নমামী ব্রহ্মপুত্র নদী উৎসব তাও তুলে ধরছে মানুষের কাছে।

অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াডকে অমানবিক ব্যবস্থা না নেওয়ার নির্দেশ আদিত্যনাথ সরকারের

লখনউ, ৩১ মার্চ : অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াডকে সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এই নির্দেশ পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসেছে উত্তর প্রদেশ সরকার। শুক্রবারই পুলিশকে মহিলাদের নিরাপত্তা রক্ষার নামে কারও সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার না করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। প্রসঙ্গত, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই রাজ্যে ক্রমশ বাড়তে থাকা ইভটিজিং কমাতে যোগী আদিত্যনাথ পুলিশকে অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড গঠনের নির্দেশ দেন।

কিন্তু অতি উৎসাহে পুলিশ এখন 'ধরে আনতে বললে বেঁধে আন' নীতি অনুসরণ শুরু করেছে। তথাকথিত রোমিওদের ধরে কারও মাথা কামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কারও বা মুখে মাখিয়ে দেওয়া হচ্ছে কালি, কাউকে আবার মুর্গা পোজ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এ নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। এই জনস্বার্থ মামলায় আবেদনকারীরা অভিযোগ করেন পুলিশ রোমিও ধরার অভিযান চালানোর সময় কোনও সরকারি নির্দেশিকা মানছে না। এমনকি ইভটিজিং কমানোর নামে হেনস্থা করা হচ্ছে দম্পতিদেরও। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসন ও জেলার পুলিশ আধিকারিকদের নিয়মিত মহিলাদের নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্যজুড়ে এ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পুলিশ বাহিনী। কিন্তু রোমিও ধরার নামে তারা অযথা অমানবিক আচরণ করছে বলেও অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এরপরই এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি অমরেশ্বর প্রতাপ শাহি ও সঞ্জয় হারকৌলির বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করা হয়। সেখানে অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াডকে সরকারের নির্দেশিকা মেনে চলার এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিতে আদালতের কাছে অনুরোধ করেন আবেদনকারীরা।

এরপরই এলাহাবাদ হাইকোর্ট রোমিও ধরার ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশিকা অনুসরণ করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিতে উত্তর প্রদেশ সরকারকে পরামর্শ দেয়। ধৃতদের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার না করা এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিতেও বলে ডিভিশন বেঞ্চ। এরপরই উত্তর প্রদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নতুন করে নির্দেশিকা জারি করেছে। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে স্কুল, কলেজ, বাস স্টেশন, রেলওয়ে স্টেশন, শপিং মল ও বাজার বা দোকানে যারা মহিলাদের সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করবে, তাদের সঙ্গে পুলিশের অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াডের আচরণ কী হবে। অন্যদিকে, কফি শপ, বাজার বা পার্কের মতো প্রকাশ্য স্থানে ইভটিজিং কমানোর নামে ছেলে ও মেয়েদের অপ্রয়োজনীয় ভাবে নাকাল না করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে সরকার। সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে, ইভটিজিং কমানোর নামে পুলিশের কোনওরকম অমানবিক আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। প্রসঙ্গত, পুলিশের আচরণ নিয়ে ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছিল। দিল্লি থেকেও এজন্য যোগী সরকারকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। এছাড়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলাও সরকারের টনক নড়ায়।

রাজধানী দিল্লিতে শুক্রবার পুরনো ৫০০ টাকার নোট বদলের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে লাইনে অপেক্ষারত দিল্লির বাসিন্দা ১০০ বছরের ওলাবো দেবী।

'ডেস্টিনেশন বাস' চালু না করায় কেজরিওয়াল সরকারকে তুলোধোনা এনজিটি'র

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ : রাজধানী দিল্লির দূষণ কমাতে দিল্লির আপ সরকার গত বছর জোড়-বিজোড় সংখ্যার গাড়ি এক-একদিন পথে নামানোর ব্যবস্থা করেছিল। মাত্রাতিরিক্ত দূষণের হাত থেকে দিল্লিবাসীকে বাঁচাতে তারা এই উদ্যোগ নেয়। উদ্যোগটি মোটামুটি সফল হয়। কিন্তু সেই আপ সরকারই বাতাসের মানের উন্নতির জন্য ডেস্টিনেশন বাস চালু না করায় ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের সমালোচনার মুখোমুখি হল।

এনজিটি-র চেয়ারপার্সন বিচারপতি সায়ন্তন কুমারের নেতৃত্বে এক সদস্যের বেঞ্চ দিল্লি সরকারের মুখ্য সচিবকে শো-কজের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ২০১৬ সালে অর্ডার থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কেন 'পয়েন্ট টু পয়েন্ট' বাস সার্ভিস চালু করা গেল না। প্রসঙ্গত, ডেস্টিনেশন বাস তার চলাচলের সময় কোনও বিরতি না নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। উল্লেখ্য, এ দিনই কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতীন গড়করি বলেন, জাতীয় সড়ক থেকে সাইকেল কখনই তুলে নেওয়া হবে না। বায়ু দূষণ ঠেকাতে বরং আরও বেশি করে সাইকেল ব্যবহারের উপর জোর দিতে চায় কেন্দ্র। মুখ্যসচিবকে তুলোধনা করে চেয়ারপার্সন বলেন, ''দিল্লির পরিস্থিতি বোধহয় আপনাদের জানা নেই। বায়ুদূষণ এতটাই বেশ যে, নির্মল বাতাসে শিশুরা নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছে না। প্রতি সপ্তাহে তাদের হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। এরপরও দূষণ নিয়ে আর কি বলা যায়।'' ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দিষ্ট অর্ডার সত্ত্বেও মুখ্যসচিব ডেস্টিনেশন বাস চালু করতে না পারায়, কেন তা এতদিনেও চালু হল না তা জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয় মুখ্যসচিবকে।

দিল্লি সরকারের আইনজীবী এই সময় গ্রিন ট্রাইব্যুনালকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, যথেষ্ট বাস না থাকার কারণে রাজ্য সরকার এখনও ডেস্টিনেশন বাস চালু করতে পারছে না। রাজ্য সরকারের আইনজীবী এই অজুহাতে আরও ক্ষুব্ধ হন বিচারপতিরা। তারা সরাসরি বলেন, যমুনা ডিপোতে অসংখ্য বাস দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই গ্রিন ট্রাইব্যুনালের অর্ডার কেন কার্যকর করা হচ্ছে না তা নিয়ে অন্ধকারে তারা। প্রসঙ্গত, প্রাইভেট গাড়ির বিকল্প হিসেবেই এই বাসকে তুলে ধরতে চাইছে গ্রিন ট্রাইব্যুনাল। পরিবেশের উন্নতির জন্যই এই উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মহেন্দ্র পান্ডে একটি জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতেই এনজিটি এই শুনানি শুরু করেছে।

গুজরাতে গো-হত্যাকারীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

আহমেদাবাদ, ৩১ মার্চ : ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত গুজরাত সরকার গো-হত্যায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্য আইন পাস করল। ১৯৫৪ সালে পশু সংরক্ষণ আইনটিতে এজন্য সংশোধনী আনা হয়েছে। রাজ্য বিধানসভায় বুধবার এই সংশোধনী সহ নতুন আইনটি পাস হয়। এই নতুন আইনে বলা হয়েছে, গো-হত্যাকারীদের চূড়ান্ত শাস্তি হবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা। এই নতুন আইন অনুসারে কারও কাছে গো-হত্যার জন্য গরু রাখা থাকলেও তার ৭-১০ বছর পর্যন্ত জেল হবে। ১৯৫৪ সালের পশু সংরক্ষণ আইনটি সংশোধনের ফলে এখন থেকে রাজ্যে গো-হত্যাকারীদের অপরাধ অ-জামিনযোগ্য বলে চিহ্নিত হবে। প্রসঙ্গত, নরেন্দ্র মোদী যখন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন রাজ্য সরকার গো-হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছিলেন। এমনকি ২০১১ সালে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন ১৯৫৪ সংশোধনীর জন্য পাঠানো হয়। ওই সংশোধনীতে গরু বহন করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া বা বিক্রি করাও অপরাধ বলে গণ্য হয়। কার্যত নরেন্দ্র মোদীর সময় থেকেই গুজরাতে গো-হত্যা নিয়ে যত অপরাধ, সবই গুজরাতবন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। বিজেপি সরকার যেসব রাজ্যে ক্ষমতাসীন, সেইসব রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। এ নিয়ে সর্বত্রই কঠোর আইন জারি হচ্ছে। গুজরাতে গো-হত্যাকারীদের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হওয়ায় খুশি রাজ্য বিজেপি। এদিকে জানা গেছে, উত্তরপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ডের ধর্মঘটি মাংস বিক্রেতারা নিজের নিজের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে ধর্মঘট মিটিয়ে নিতে রাজি হয়েছেন। তবে কবে তারা আলোচনায় বসছেন তা জানা যায়নি।

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিঃ, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২–এর ৩ ধারা মোতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ ধারাসহ ১৩(২) অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারীক উক্ত আইন, ২০০২ ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক তৎসহ তার ওপর আরও সুদ আদায় দেওয়ার জন্য কলাম নং ৩-এ বর্ণিত মতো দেনাদারদের/সহদেনাদারদের আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত দেনাদার/সহদেনাদারগণ অর্থাঙ্ক দিতে না পারায় তাদের এবং সাধারণদের জানানো হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারী নির্দেশিত দিনে উক্ত রুল ৮ সহ উক্ত আইনে ১৩(৪)ধারা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ৩০ মার্চ, ২০১৭ তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

হিসাবখাতের নাম	সম্পত্তির ঠিকানা	১৩(২) ধারানুসারে বিজ্ঞপ্তির তারিখ	বিজ্ঞপ্তির অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ	দখলের ধরন
মেসার্স এস ডি স্যানিটারি কনসার্ন	সমস্ত সম্পত্তির ও জমির পরিমাণ দুইতলা বাড়ি ১ কাঠা ৯ ছটাক ২৬ বর্গফুটের কম অথবা বেশি, ৩/১/১, সুরেন্দ্র লাল পাইন লেন, (পূর্বতন নাম ২৯/১, কলেজ স্ট্রিট), থানা মুচিপাড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩, যা শ্রী মদন চন্দ্র শীলের নামে, এই সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ: পূর্বে: বাড়ির নম্বর ৩/২, এস এল পাইন লেন, পশ্চিমে বাড়ির নম্বর, ৩০, কলেজ স্ট্রিট, দক্ষিণে অন্যান্যদের বাড়ি, উত্তরে ৩২, কলেজ স্ট্রিট	১২ অক্টোবর, ২০১৫	৩১৭৫২৮৬৩	৩০ মার্চ, ২০১৭	প্রতীকি

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে ক্ষণকারির বিবরণী অনুসারে যেন উক্ত সম্পত্তি লেনদেন থেকে বিরত থাকেন এবং যদি কেউ উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করেন তবে অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) উক্ত অর্থ ও ভবিষ্যতের সুদ সহ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

Arcil Arms

অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
রেজিঃ অফিস : দি রুবি, ১৯তম তল, ২৯ সেনাপতি বাপত মার্গ, মুম্বাই- ৪০০২৮
আরসিল আর্মস অফিস : রুম নং এ-১১, নবম তল, চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনল সেন্টার, ৩৩এ, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ, ০৩৩২২৮৮০২২৪
CIN: U65999MH2002PLC134884, Website: www.arcil.co.in, www.arms.net.in.

তারিখ : ০১-০৪-২০১৭
স্থান : কলকাতা

স্বঃ
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিঃ

ঋতুমতী মেয়েদের সবক শেখাতে বেত্রাঘাত স্কুল ওয়ার্ডেনের

মুজফ্ফরনগর, ৩১ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন মেয়েদের সর্বক্ষেত্রে মর্যাদা দেওয়ার কথা বলছেন, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগীরাজ আদিত্যনাথ ইভটিজিং কমাতে তৈরি করেছেন অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াড, ঠিক তখনই মুজফ্ফরনগরের একটি আবাসিক স্কুলে ৭০ জন কিশোরীকে ঋতুমতী হওয়ার সময় ঠিকঠাক আচরণ না করার জন্য বেত্রাঘাত করলেন স্কুল ওয়ার্ডেন। জানা গেছে, কস্তুরবা গান্ধি বালিকা আবাসিক স্কুলটিতে রবিবার ওয়ার্ডেন যখন এই নৃশংস ভূমিকা নিয়েছেন, তখন সেখানে অন্য কোনও শিক্ষিকা হাজির ছিলেন না। সব শোনার পর স্তম্ভিত সাধারণ মানুষ। এই অমানবিক ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে উত্তর প্রদেশ সরকার। উত্তরপ্রদেশের শক্তিমন্ত্রী শ্রীকান্ত শর্মা শুক্রবার ঘটনাটিকে লজ্জাজনক তকমা দিয়ে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তদন্ত করার জন্য উদ্যোগী হতে বলেছেন।